বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা

বৈদিক যুগের সাহিত্যের ও সমাজের ইতিহাস

(Outline of the Vedic Literature and Society)

ডঃ শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাক্তন অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ,
যোগমায়া দেবী কলেজ, কলকাতা
ও
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৩৮, বিধান সরণী, কোলকাতা—৬

বিষয় সূচী

প্রথম ভাগ—বেদ ও বৈদিক সাহিত্য

বিষয় পৃষ্ঠা

১। **বেদ পরিচয়** ১

বেদশব্দের অর্থ—বেদের অপৌরুষেয়ত্ব—বেদের বিভিন্ন আখ্যা যথা শ্রুতি, ত্রয়ী ইত্যাদি—প্রাচীন মতে বেদের দুটি অংশ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ—আধুনিক মতে বেদের বিভাগ চারটি—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ—বেদাঙ্গ ও সূত্রসাহিত্য।

২। **বেদের কাল** ৫

প্রাচীনমত—বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য—আধুনিক মতে বেদ প্রাচীন আর্যদের সাহিত্যকৃতি—বেদের কাল সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য পণ্ডিতদের মত—ম্যাক্স মূলার—বালগঙ্গাধর তিলক ও এইচ্ জ্যাকবি—ম্যাকডোনেল—ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস—ভিন্টরনিট্স্—মহাভারত ও পুরাণগুলির তথ্য—প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য—ভিণ্টারনিট্সের মধ্যপন্থী মনোভাব—বেদের কাল সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা অসম্ভব।

৩। **বেদের শাখা** ১০

গুরুশিষ্যপরম্পরায় চারবেদের বিভিন্ন শাখার উদ্ভব—শাখাভেদে সংহিতার বিভিন্নতা হয় না—বিভিন্ন গ্রন্থে চার বেদসংহিতার বিভিন্নসংখ্যক শাখার উল্লেখ—প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন শাখার প্রচলন।

৪। **বৈদিক মন্ত্রভাগ** ১৩

বৈদিক মন্ত্রপাঠে ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা ও বিনিয়োগের জ্ঞান অপরিহার্য—ঋষি শব্দের অর্থ যাস্কমতে মন্ত্রদ্রষ্টা—ঋষিদের তিনটি স্তর—সাক্ষাৎকৃতধর্মা, শ্রুতর্ষি ও ঋষি—ঋষিরা রচয়িতা নন—ছন্দের গুরুত্ব পাপাচ্ছাদনকারীরূপে—এ সম্বন্ধে আখ্যায়িকা—মন্ত্রে দেবতার জ্ঞান অপরিহার্য—দেবশব্দের যাস্ককৃত নির্বচন—ঋগ্বেদে বহু দেবতার সঙ্গে সঙ্গে এক দেবতাকল্পনা। 'বিনিয়োগ' শব্দের অর্থ—দু'প্রকারের বিনিয়োগ—সামান্য ও বিশেষ—তাদের বৈশিষ্ট্য।

৫। **বেদের লক্ষণ ও প্রমাণ্যবিচার** ১৮

বেদ বিরোধীদের মতে বেদের কোনো লক্ষণ নেই—এ বিষয়ে পূর্ব-পক্ষীদের বিভিন্ন যুক্তি—সিদ্ধান্তরূপে জৈমিনির নিজস্ব মত—মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক শব্দসমষ্টিই বেদের লক্ষণ—বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করে বিরোধীদের মত—প্রমাণের লক্ষণ—বেদের বহুমাত্রে প্রমাণের লক্ষণ খাটে না—বেদবাদী মীমাংসকদের বেদের প্রামাণ্য সম্পর্কে পাল্টা যুক্তি—অনুরূপভাবে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বিষয়ে

বেদ-বিরোধী এবং বেদবাদীদের ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি—বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনে বেদের পৌরুষেয়ত্ব-অপৌরুষেয়ত্ব বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত।

৬। **বেদব্যাখ্যার বিভিন্ন প্রণালী** ২৫

প্রাচীনকালে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় ব্রাহ্মণগ্রন্থ—নিরুক্ত—সায়ণাচার্য—আধুনিককালে বেদব্যাখ্যার নতুন প্রণালী—তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও ধর্মবিজ্ঞানের আলোকে বেদব্যাখ্যা—পাশ্চাত্ত্য পন্ডিত রুডলফ্ রথ—আলফ্রেড লুড্‌ভিগ্—পিশেল—গেল্ডনার—বৈদিক যজ্ঞের সঙ্গে বেদমন্ত্রের সম্বন্ধ—এবিষয়ে প্রাচীন মীমাংসক জৈমিনি এবং আধুনিক জার্মান পন্ডিত ওল্ডেনবার্গের অভিমত—ঋষি অরবিন্দের অভিমত—বেদ দৈববাণী—সূর্যপরত্বে বেদের ব্যাখ্যা—মহামহোপাধ্যায় সীতারাম শাস্ত্রী।

৭। **বৈদিক মন্ত্রের বিভিন্ন পাঠপ্রণালী** ২৯

বেদপাঠের বিভিন্ন রীতি উদ্ভাবনের কারণ—সর্বসমেত এগারো প্রকারের পাঠ—প্রকৃতিপাঠ ও বিকৃতিপাঠ—প্রকৃতিপাঠে সংহিতাপাঠ—পদপাঠ—ক্রমপাঠ। বিকৃতিপাঠে জটাপাঠ—মালাপাঠ—লেখাপাঠ—শিখাপাঠ—ধ্বজপাঠ—দন্ডপাঠ—রথপাঠ—ঘনপাঠ—নির্ভুজ ও প্রতৃণ পাঠ—বিভিন্ন পাঠপ্রণালীর প্রশংসা।

৮। **বৈদিকস্বর** ৩৬

তিন প্রকারের বৈদিক স্বর—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত—তাদের লক্ষণ ও বিশেষ বিশেষ চিহ্ন—একশ্রুতি—প্রচয়স্বর—স্বরের গুরুত্ব—মন্ত্রের অর্থ স্বরের উপর নির্ভরশীল—ইন্দ্রশত্রুবিষয়ক বৈদিক আখ্যায়িকা—প্লুতস্বর—বেদমন্ত্র পঠনে অধিকারী-অনধিকারী।

দ্বিতীয় ভাগ—ঋগ্বেদসংহিতা

১। **ঋগ্বেদসংহিতার বিভাগবিন্যাস** ৪১

ঋক্‌মন্ত্রসমূহের সমষ্টি ঋক্‌সংহিতা—এর দুটি শাখা প্রসিদ্ধ, বাস্কল ও শাকল—শাকলশাখাই বর্ত্তমানে প্রচলিত—প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ঋগ্বেদের অনেকগুলি শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়—শাকলশাখার সূক্তসংখ্যা—ঋগ্বেদের মন্ত্রবিভাগের দুটি পদ্ধতি—ঋগ্বেদের মন্ডল বিভাগ—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম—এই দশটি মন্ডলের মন্ত্রোদ্ধৃতিপূর্বক পৃথক্ পৃথক্ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা।

২। **ঋগ্বেদে দেবতাকল্পনা** ৫১

ঋগ্বেদের অসংখ্য মন্ত্রে অসংখ্য দেবতার স্তুতি—ঋগ্বেদের মন্ত্রে তেত্রিশজন দেবতার উল্লেখ—নিরুক্তমতে দেবতা স্থানভেদে তিনজন—ঋগ্বেদের অধিকাংশ দেবতা প্রাকৃতিক শক্তি থেকে কল্পিত—ঋগ্বেদে দেবতাবন্দনার পিছনে কামনাপূর্তির তাগিদ থাকলেও সেটাই মুখ্য নয়—প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা ও লৌকিকের মধ্যে অলৌকিকের উপলব্ধি ঋগ্বেদের দেবতাকল্পনার বৈশিষ্ট্য—কখনো কখনো দেবতার নাম থেকে—কখনো তাঁদের কার্যাবলীর বর্ণনা থেকে তাঁদের প্রাকৃতিক উৎস জানা সম্ভব—দেবতাদের বিশেষণ কখনো কখনো পৃথক দেবতায় পরিণত—নিম্নস্তরের দেবতা—পার্থিব পদার্থও কখনো কখনো দেবতাত্বে উন্নীত—দেবতাদের প্রতিপক্ষ দৈত্যগণ—ঋগ্বেদের দেবতাদের প্রকৃতিযোনিত্ব বিষয়ে নিরুক্তকারের সুস্পষ্ট উল্লেখ—ঋগ্বেদে বহুদেবতাবাদের পাশাপাশি একদেবতাবাদের সুস্পষ্ট প্রতিফলন।

৩। **ঋগ্বেদে ধর্মনিরপেক্ষ বা লোকবিষয়ক সূক্ত** ৫৭

ঋগ্বেদে ধর্মনিরপেক্ষ সূক্তের বিষয়বৈচিত্র্য—নীতিপ্রতিপাদক সূক্ত—সূর্যাসূক্ত বা বিবাহবিষয়ক সূক্ত—ইন্দ্রজালমূলক সূক্ত—ভেক সূক্ত—বিশ্বসৃষ্টি বিষয়ক সূক্ত—দানস্তুতি—সংবাদসূক্ত।

৪। **ঋগ্বেদের সংবাদ সূক্ত** ৬০

সংবাদসূক্ত কথোপকথনের আকারে লিখিত—ওল্ডেনবার্গের মতে গাথাজাতীয় রচনা, আখ্যানসূক্ত—ম্যাক্স মূলার ও সিলভ্যাঁলেভির মতে এগুলি নাট্যলক্ষণাক্রান্ত—ভিন্টারনিট্‌স্-এর মতে অংশতঃ মহাকাব্যধর্মী, অংশতঃ নাট্যধর্মী—যম-যমী সূক্ত—অগ্নি ও দেবগণের কথোপকথন—পুরুরবা-উর্বশী সংবাদ,—সরমা-পণি-সংবাদ—ব্রাহ্মণে ইন্দ্র-রোহিত-সংবাদ-উপনিষদে যম-নচিকেতাসংবাদ।

৫। **দার্শনিক সূক্ত** ৬৫

দার্শনিক সূক্ত জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত উচ্চভর ভাবনার নিদর্শন—দশমন্ডলেই এ জাতীয় সূক্তের আধিক্য—হিরণ্যগর্ভ সূক্ত—পুরুষসূক্ত—দেবীসূক্ত—নাসদীয় সূক্ত—অঘমর্ষণ সূক্ত—উপনিষদ্ভাবনার পূর্বচিন্তা এই দার্শনিক সূক্তগুলি।

৬। **যজ্ঞীয় সূক্ত** ৬৯

ওল্ডেনবার্গের মতে ঋগ্বেদের মন্ত্র যজ্ঞকর্মের উদ্দেশ্যে রচিত, বিপরীত মতে ঋগ্বেদ বিশুদ্ধ কাব্য, যজ্ঞানুষ্ঠানে পরে মন্ত্রের বিনিয়োগ করা হয়েছে—দুটি মতেই আংশিক সত্যতা আছে—ঋগ্বেদের কিছু মন্ত্র যজ্ঞের উদ্দেশ্যে রচিত, সমস্ত মন্ত্র নয়—আপ্রীসূক্ত।

৭। **দানস্তুতি** ৭১

দানস্তুতি দানের প্রশংসামূলক সূক্ত—দু' একটি ছাড়া কোনোটিই পূর্ণাঙ্গ দানস্তুতি নয়—সূক্তের একাংশে দানের প্রশংসা করা হয়েছে—সূক্তগুলি কিছুটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পন্ন—বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত হওয়ায় সূক্তগুলি স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্ববর্জিত।

৭৪
৮। ঋগ্বেদে কবিত্ব
ঋগ্বেদের অনেক সূক্তে কাব্যসৌন্দর্যের সহজ স্ফুরণ দেখা যায়—সূর্য, মরুদ্‌গণ, উষা, রাত্রি প্রভৃতি সূক্তে গীতিকাব্যের সৌন্দর্য—উপমাবৈচিত্র্য ও রূপকের ব্যঞ্জনা সার্থক বিশেষণ প্রয়োগ অনেক সময় অসাধারণ কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে।

তৃতীয় ভাগ—পরবর্ত্তী সংহিতাসমূহ

৭৮
১। সামবেদ সংহিতা
সামবেদ সংহিতা গীতিসংকলন—ঋক্‌মন্ত্রই সামবেদে পাওয়া যায়—সোমযাগে গেয় সূক্তগুলিই সামবেদে সংকলিত হয়েছে—প্রাচীন গ্রন্থে একাধিক শাখার উল্লেখ—বর্ত্তমানে মাত্র তিনটি শাখা—সামসংহিতার দুটি ভাগ—আর্চিক ও গান—আর্চিক ঋক্‌মন্ত্রের সংগ্রহ—গান-অংশে মন্ত্রগুলির গীতরূপ—সোমযাগের অনুষ্ঠানে সামবেদের অপরিহার্যতা—সঙ্গীতশাস্ত্রের ইতিহাসেও সামবেদের গুরুত্ব অপরিসীম।

৮২
২। যজুর্বেদ সংহিতা
গদ্যমন্ত্র যজুঃ—যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে যজুর্বেদের সম্বন্ধ সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ—ঋগ্বেদসংহিতার পরবর্ত্তীকালীন—বহুশাখার উল্লেখ পাওয়া গেলেও বর্ত্তমানে দুটি রূপ—কৃষ্ণ ও শুক্ল—যজুর্বেদের কৃষ্ণ-শুক্ল ভেদ সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যায়িকা—বিভিন্নভাবে কৃষ্ণ ও শুক্ল নামকরণের ব্যাখ্যা—কৃষ্ণ ও শুক্লযজুর্বেদের পৃথক্ পৃথক্ সংহিতা—কৃষ্ণযজুর্বেদের ব্রাহ্মণ অনেকাংশে মন্ত্রভাগের সঙ্গে যুক্ত—শুক্লযজুর্বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ পৃথক্‌ভাবে সংকলিত—যজ্ঞ ব্যাপারে ঋগ্বেদ অপেক্ষা যজুর্বেদের প্রাধান্য বেশী।

৮৮
৩। অথর্ববেদ সংহিতা
অথর্ববেদ 'অথর্বাঙ্গিরস'বেদ—অথর্বন্ ও আঙ্গিরস পদের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ—অথর্ববেদের দুটি শাখা—ত্রয়ী এবং অথর্ববেদ—কৌটিল্যের অভিমত—প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থাদিতে বেদত্রয়ের সঙ্গে অথর্ববেদের উল্লেখ—অথর্ববেদের সংকলন ঋক্‌সংহিতা থেকে পরবর্ত্তীকালে হয়েছিল—বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ঋক্‌সংহিতার থেকে অথর্ববেদের পার্থক্য—অথর্ববেদে বিভিন্ন ধরণের মন্ত্র—আয়ুষ্য, পৌষ্টিক, সাংমনস্য—ভৈষজ্য, ইন্দ্রজালমূলক, দার্শনিক প্রভৃতি—অথর্ববেদ প্রধানতঃ লৌকিক ধর্মের পরিচয়বাহী।

চতুর্থ ভাগ

১০১
ব্রাহ্মণসাহিত্য
ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে যাগযজ্ঞাদির বিবরণ—ব্রাহ্মণের লক্ষণ বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের অভিমত—প্রাচীন আচার্য জৈমিনিকৃত ব্রাহ্মণের লক্ষণ—পূর্ণাঙ্গ ব্রাহ্মণগ্রন্থ ঋগ্বেদ-পরবর্ত্তী—ব্রাহ্মণগ্রন্থ গদ্যে লেখা এবং এখানে কিছু কিছু মন্ত্রের ভাষ্য পাওয়া যায়—প্রত্যেক সংহিতার সঙ্গে পৃথক পৃথক্ ব্রাহ্মণগ্রন্থ ছিল—যাগানুষ্ঠান ব্রাহ্মণের মুখ্য বিষয়বস্তু—গল্পাংশ এবং নিরুক্তি ব্রাহ্মণের অন্যতম আকর্ষণ।

পঞ্চম ভাগ

১১৩
১। আরণ্যক
আরণ্যকে জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়—আরণ্যক শব্দের ব্যাখ্যা—ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী অংশ—আরণ্যকে কর্মের সাঙ্কেতিক ব্যাখ্যা—ভাষা ব্রাহ্মণের ভাষার মতোই প্রাচীন ও সংক্ষিপ্ত।

১১৬
২। উপনিষৎ
উপনিষৎ সম্পূর্ণভাবেই জ্ঞানকান্ড—ঋগ্বেদের মন্ত্রেই ঔপনিষদিক জ্ঞানকান্ডের স্ফুরণ—জ্ঞানচর্চায় ক্ষত্রিয়দের ভূমিকা—উপনিষৎশব্দের ব্যুৎপত্তি—বিভিন্ন বেদের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন উপনিষৎ—উপনিষদের আলোচ্য বিষয় ব্রহ্মবিদ্যা—ব্রহ্মের স্বরূপনির্ণয়—ব্রহ্মসাধনার উপায়—উপনিষদে বৈদিক একেশ্বরবাদের পূর্ণ পরিণতি।

ষষ্ঠ ভাগ

১২৬
১। বেদাঙ্গ
বৈদিক যুগের শেষভাগে বেদাঙ্গের রচনা—বেদাঙ্গ পৌরুষেয়—বেদাঙ্গ বেদের অঙ্গ বা উপকারক—ছয় বেদাঙ্গ—শিক্ষা (বেদের অভ্রান্ত পঠন-পাঠনের জন্য)—ছন্দ (সঠিক ভাবে মন্ত্রোচ্চারণের জন্য)—ব্যাকরণ (ভাষা নিয়ন্ত্রণের শাস্ত্র)—নিরুক্ত (বৈদিক মন্ত্রের অর্থজ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয়)—জ্যোতিষ (যজ্ঞানুষ্ঠানের সঠিক কালনির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয়)—কল্প (বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়ামূলক)।

১৩৩
২। সূত্রসাহিত্য
সূত্রসাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা—সূত্রসাহিত্যের দুটি বিভাগ—শ্রৌত-সূত্র ও গৃহ্যসূত্র—অন্য একটি বিভাগ ধর্মসূত্র—অপর একটি শুল্বসূত্র।

১৩৫
পরিশিষ্ট
ছয় বেদাঙ্গ ছাড়া বেদের পঠন পাঠনে সহায়ক অন্যান্য কয়েকটি বই—বৃহদ্দেবতা—ঋগ্বিধান—অনুক্রমণী—সর্বানুক্রমণী।

সপ্তমভাগ—বৈদিক সমাজ

১৩৬
১। বৈদিক যুগে ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থার বিবরণ
বৈদিক যুগে ভৌগোলিক বিবরণ—আর্যদের অবস্থান—ঋগ্বেদে পর্বত ও সমুদ্রের উল্লেখ—বৃক্ষলতা—জীবজন্তু। সামাজিক অবস্থা—সমাজব্যবস্থা—

চতুরাশ্রমপ্রথা—জাতিভেদ—ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের উচ্চতর মর্যাদা—নারীজাতির স্থান—দৈনন্দিন সমাজ জীবন—নগরের উল্লেখ—কৃষি ও গোপালন—শিল্পকর্ম—ব্যবসাবাণিজ্য—আমোদ প্রমোদ—নৈতিক জীবন—খাদ্যদ্রব্য—সোমরস প্রিয় পানীয়—দেবনির্ভর সমাজ।

২। **বৈদিক যুগে নারীর স্থান** ১৫২

নারীজাতির সমুন্নত স্থান—নারীগণের শিক্ষালাভের অধিকার ছিল—পতি নির্বাচনের অধিকার—দাম্পত্য সম্পর্কের উচ্চ আদর্শ—সহমরণ প্রথা ছিল না—বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল—বাল্যবিবাহ ছিল না—সদ্যোদ্বধূ ও ব্রহ্মবাদিনী—শিক্ষাদানে নারী—মন্ত্র-রচয়িত্রী নারী—ললিতকলা চর্চায় নারী—ক্রমশঃ সমাজে নারীর ভূমিকা হ্রাস।

৩। **বৈদিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থা** ১৬০

উচ্চ তিনবর্ণের জন্য উপনয়ন সংস্কার এবং বেদপাঠের অধিকার—গুরুগৃহে বাস—স্বতন্ত্র কোনো বিদ্যালয় ছিল না—স্বাধ্যায় বা স্বশাখার বেদাধ্যয়ন গুরুত্বপূর্ণ ছিল—বারোবৎসর সাধারণভাবে শিক্ষাকাল—স্বাধ্যায় ছাড়াও বেদাঙ্গসমূহ, ধর্ম, দর্শন এবং আরও বিবিধ বিদ্যার শিক্ষণীয় বিষয়রূপে উল্লেখ—প্রশ্ন-প্রতিবচন পদ্ধতিতে সম্ভবতঃ শিক্ষা দেওয়া হত—যজ্ঞ সম্বন্ধীয় বা দার্শনিক তত্ত্ববিষয়ক তর্কবিতর্ক হত—বিদ্যাদান নিঃশুল্ক—আচার্যের সঙ্গে শিষ্যের মধুর সম্পর্ক—প্রাচীন ভারতের উন্নত শিক্ষাদর্শ।

৪। **বৈদিক ধর্মসাধনা** ১৬৪

ধর্মশব্দের অর্থ—বৈদিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য—বৈদিক দেববাদ—উপাসনা ও যাগ— বৈদিক দেবতাদের নিসর্গভিত্তি—ভয় বা প্রয়োজন নয়, কল্যাণবোধই বৈদিক ধর্মের বৈশিষ্ট্য—বেদে বহুদেবতার স্তুতি—বেদের বহু দেবতাবাদ অপরিণত ধর্মবোধের সূচক নয়—এখানে বহুদেবতাবাদ ও একদেবতাবাদ পাশাপাশি বর্ত্তমান।

৫। **বৈদিক সুক্তে উল্লিখিত বিভিন্ন দেবতার পরিচয়** ১৬৮

বৈদিক দেবসমাজে পুরুষদেবতারই প্রাধান্য—প্রধান প্রধান পুরুষদেবতা—অগ্নি—ইন্দ্র—সূর্য—বিভিন্ন সৌরদেবতা—সবিতা—পূষা—মিত্র—বিষ্ণু—বরুণ—অশ্বিদ্বয়—মরুদ্‌গণ—পর্জন্য—সোম—রুদ্র—যম—স্ত্রীদেবতা—উষা—রাত্রি—সরস্বতী—পৃথিবী—অরণ্যানী—আপদেবতা—বাগ্‌দেবী।

৬। **বৈদিক যুগে শাসনব্যবস্থা** ১৯৯

বৈদিক সমাজ ও সভ্যতায় বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়—ঋগ্বেদীয় সাহিত্যে আর্যদের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর উল্লেখ—গোষ্ঠীপতির মধ্যে পরবর্তীকালের রাজার প্রতিচ্ছবি—প্রাথমিক অবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে রাজপদের উৎপত্তি—পরবর্তী সময়ে রাজার ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বংশানুক্রমিক রাজপদ—সভা ও সমিতির দ্বারা রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণ—প্রজাগণের কল্যাণই রাজার মুখ্য লক্ষ্য।

৭। **বেদে জ্যোতিষ চর্চার পরিচয়** ২০৫

জ্যোতিষ ছয় বেদাঙ্গের অন্যতম—ঋগ্বেদের মন্ত্রে জ্যোতিষচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়—ঋগ্বেদের জ্যোতিষচর্চা মূলতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা—বৈদিকযুগে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার যোগ ছিল—চন্দ্র-সূর্যের গতিপ্রকৃতি এবং গ্রহনক্ষত্রাদির পারস্পরিক অবস্থানভেদে দিন-মাস-বৎসর গণনা সঠিক যাগানুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা—প্রথমে গণিত জ্যোতিষ, তারপর জ্যোতিষসংহিতা, তারপর ফলিত জ্যোতিষের উদ্ভব—বেদে গণিত জ্যোতিষেরই সূচনা।

পরিশিষ্ট—ক ২০৯

প্রাক্‌-বৈদিক পরিমন্ডল

পরিশিষ্ট—খ ২১৩

বৈদিক ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

গ্রন্থপঞ্জী ২২০

নির্ঘন্ট ২২৪